সংবাদ

তারিখ …JAN.…
পৃষ্ঠা … কলাম …

কী
য়

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫ বছরের জন্য ১০ হাজার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

বলা হয়েছে, এ দুটো মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ৪০ হাজার ৪শ' ৮টি পদ শূন্য রয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পদের শতকরা ২৫-ভাগ অর্থাৎ ১০ হাজার ১শ' ২ জনকে চাকরি দেয়া হবে পিএসসিকে পাশ কাটিয়ে। প্রায় প্রতিটি দৈনিকে গুরুত্ব সহকারে খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় শুধু সংশ্লিষ্ট দু'টি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায় পর্যন্তই নয়, সর্বত্রই বিতর্ক দেখা দিয়েছে। দুটো প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত. পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে (পিএসসি) এড়িয়ে এভাবে কর্মকর্তা পর্যায়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বৈধ কিনা কিংবা উচিত কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন এসেছে এ জাতীয় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চরম দলীয়করণের আশঙ্কা থেকে। বিশেষ করে পত্রপত্রিকায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চোখে পড়ার মতো দলীয়করণ প্রক্রিয়ার খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর এ ধরনের আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় এসে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে ২২ ও ২৩তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখে। এখন সরকারের যুক্তি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে লোক নিয়োগ বিলম্বিত হয় বলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শূন্য পদে জরুরি ভিত্তিতেই চুক্তিভিত্তিক ৫ বছরের জন্য ১০ হাজার লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। তবে নিয়োগের সময় আবেদনকারীদের প্রতিযোগিতামূলক ৫শ' নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। যারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাবে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে লোক নিয়োগের সার্কুলার হলে, তাদের সে পরীক্ষায় যোগ দেয়ার সুযোগ থাকবে এবং অগ্রাধিকার পাবে।

বিতর্ক উঠেছে, পাঁচ বছর পর এদের কি হবে? চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের পরবর্তীতে বিভিন্ন বিবেচনায় এবং মানবিক কারণে আর বাদ দেয়া যাবে কি? আমরা মনে করি পিএসসিকে এভাবে পাশ কাটিয়ে সরকারি চাকরিতে লোক নিয়োগ একটি খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রয়োজনে পিএসসির মাধ্যমেই জরুরি ভিত্তিতে দ্রুতলয়ে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব। এর আগেও পিএসসি কর্তৃক দ্রুত নিয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। শূন্য পদের সংখ্যাধিক্যের দরুন সঙ্কট যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তার দায়িত্ব বর্তমান সরকারকেই নিতে হবে। কারণ তারাই ক্ষমতায় এসে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছিল।

পিএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আর যাই হোক পরীক্ষার্থীর গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখার একটা প্রত্যাশা আমরা করতে পারি। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে বিভিন্ন বিবেচনা যে কাজ করতে পারে এ ধরনের আশঙ্কা নামপ্রকাশে অপারগ খোদ দুটো মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাই প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে বরিশাল বোর্ডে দলীয় বিবেচনায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে এবং রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বিভাগে দলীয় বিবেচনায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছাত্র শিবিরের সাবেক নেতা ও কর্মীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদানের প্রকাশিত খবর উদ্বেগ বৃদ্ধি না করে পারে না।